১৪০৮২

বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

২নং অরফ্যানেজ রোড, বখশি বাজার, ঢাকা-১২১১
Website: www.bmeb.gov.bd, E-mail: info@bmeb.gov.bd, Fax: 58616681, 58617908, 9615576

নং-বামাশিবো/প্রশাসন/গাইবান্ধা -১৩৮/১১২৬ /৪ তারিখ: ১৮.১১.২০১৯খ্রি:

বিষয়: মহামান্য হাইকোর্টের আদেশ অনুযায়ী রিট পিটিশন নং-৩৯২২/২০১৯ এ প্রদত্ত নির্দেশনা মোতাবেক জনাব মো: মোস্তাফিজুর রহমান এর ১০/০৩/২০১৯ খ্রি: তারিখের দরখাস্ত নিষ্পত্তি প্রসঙ্গে

সূত্র: বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের স্মারক নং-বামাশিবো/প্রশাসন/গাইবান্ধা-১৩৮/১১১৫/৪; তারিখ: ২১.১০.২০১৯খ্রি.

উপর্যুক্ত বিষয়ের আলোকে গাইবান্ধা জেলার সদর উপজেলাধীন নতুন বন্দর বালিকা দাখিল মাদ্রাসার ইবতেদায়ী সহকারি শিক্ষক জনাব মো: মোস্তাফিজুর রহমানের ১০/০৩/২০১৯খ্রি: তারিখের দরখাস্ত মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃক নিষ্পত্তির নির্দেশনা দিয়েছেন।

বর্ণিত অবস্থায় মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের নির্দেশনা ও সৃষ্ট জটিলতা নিরসনকল্পে উভয় পক্ষের মুখোমুখি শুনানী গ্রহণ করার জন্য গত ৩০/১০/২০১৯ খ্রি: তারিখ রোজ বুধবার সকাল ৯.০০ ঘটিকায় বোর্ডে উপস্থিত হয়ে শুনানীতে অংশগ্রহণ পূর্বক স্ব-স্ব দাবির পক্ষে লিখিত বক্তব্য ও সমর্থনীয় কাগজপত্র দাখিল করার জন্য সূত্রোক্ত স্মারকে পত্র দেয়া হয়। পত্রের প্রেক্ষিতে উভয়পক্ষ বোর্ডে উপস্থিত হয়ে স্ব-স্ব দাবীর পক্ষে বক্তব্য এবং কাগজপত্র দাখিল করেন।

সুপার জনাব আবুল হাসান শহীদুল্লাহ তার বক্তব্য উল্লেখ করেন যে, তিনি বিগত ০৮/১২/১৯৯৬ খ্রি. তারিখ থেকে সুপার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। মাদ্রাসার নামে ০১ (এক) একর ০৩ (তিন) শতাংশ জমি প্রায় ৩০ (ত্রিশ) বছর যাবৎ ইবতেদায়ী সহকারি শিক্ষক জনাব মো: মোস্তাফিজুর রহমান জোরপূর্বক দখল করেছেন। জোরপূর্বক জবর দখলকৃত জমি উদ্ধারে সুপার কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেননি। কমিটির রেজুলেশনে শিক্ষক প্রতিনিধি (বরখাস্তকৃত শিক্ষক) হিসেবে স্বাক্ষর না করা, কাউকে না জানিয়ে প্রতিষ্ঠানে অনুপস্থিত থাকা, পেশাগত অসদাচারণ ও মাদ্রাসার স্বার্থ পরিপন্থি কর্মকান্ডে জড়িত থাকার অভিযোগে বিগত ১৯/০১/২০১৯ খ্রি. তারিখে সাময়িক বরখাস্ত এবং বিগত ২৪/০২/২০১৯ খ্রি. তারিখে তাকে চূড়ান্ত বরখাস্ত করা হয়। এডহক কমিটির সভাপতি, অভিভাবক সদস্য এবং এক জন শিক্ষক প্রতিনিধি নিয়ে তিন সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করে তাকে চূড়ান্ত বরখাস্ত করা হয়েছে।

ইবতেদায়ী সহকারি শিক্ষক, জনাব মো: মোস্তাফিজুর রহমান (চূড়ান্ত বরখাস্তকৃত শিক্ষক) তার মৌখিক ও লিখিত বক্তব্যে উল্লেখ করেন- মাদ্রাসার এক একর তিন শতক জমি তিনি দখল করেননি এটা তাদের পৈতৃক সম্পত্তি। চূড়ান্ত বরখাস্ত সংক্রান্ত তদন্ত কমিটির বিষয়ে তাকে অবহিত করা হয়নি। তিনি শিক্ষক প্রতিনিধি ছিলেন কিন্তু নিয়োগ সংক্রান্ত রেজুলেশনে তিনি স্বাক্ষর করেননি। মাত্র ০১ (এক) দিন অনানুমোদিত ছুটিতে ছিলেন।

বর্ণিত অবস্থায়, ইবতেদায়ী সহকারি শিক্ষক জনাব মো: মোস্তাফিজুর রহমানের (চূড়ান্ত বরখাস্তকৃত শিক্ষক) বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগসমূহ প্রমাণিত না হওয়া, বিধি মোতাবেক তদন্ত কমিটি গঠিত না হওয়া, চূড়ান্ত বরখাস্তের পূর্বে বোর্ডের অনুমোদন না নেওয়া এবং উক্ত বরখাস্তের আইনগত ভিত্তি না থাকায় জনাব মো: মোস্তাফিজুর রহমান, ইবতেদায়ী সহকারি শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন মর্মে এতদ্বারা সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করা হলো। বোর্ডের নির্দেশনা পত্র প্রাপ্তির ০৭ (সাত) দিনের মধ্যে বাস্তবায়ন পূর্বক বোর্ডকে লিখিতভাবে অবহিত করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

চেয়ারম্যান মহোদয়ের নির্দেশক্রমে

(মোঃ সিদ্দিকুর রহমান)
রেজিস্ট্রার
বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা
ফোন: ৯৬১২৮৫৮

প্রাপকঃ

১। সভাপতি, ম্যানেজিং কমিটি, নতুন বন্দর বালিকা দাখিল মাদ্রাসা,
ডাকঘর: কামারজানী, সদর, গাইবান্ধা

২। সুপার, নতুন বন্দর বালিকা দাখিল মাদ্রাসা,
ডাকঘর: কামারজানী, সদর, গাইবান্ধা;

নং-বামাশিবো/প্রশাসন/গাইবান্ধা -১৩৮/১১২৬ / ৪ তারিখ: ১৮.১১.২০১৯খ্রি:

<u>সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে অনুলিপি (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):</u>

১. জেলা প্রশাসক, গাইবান্ধা;
২. জেলা শিক্ষা অফিসার, গাইবান্ধা;
৩. উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সদর, গাইবান্ধা;
৪. উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার, সদর, গাইবান্ধা;
৫. জনাব মো: মোস্তাফিজুর রহমান, সহকারি শিক্ষক (ইবতেদায়ী), নতুন বন্দর বালিকা দাখিল মাদ্রাসা, সদর, গাইবান্ধা;
৬. পি ও টু চেয়ারম্যান/পি এ টু রেজিস্ট্রার, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা।
৭. অফিস কপি।

(মোঃ ওমর ফারুক) ১৭.১১.১৯
উপ-রেজিস্ট্রার (প্রশাসন)
বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা
ফোন: ৯৬৭৪৮৭৪

গাইবান্ধা-১৩৮ (শুনানীর পর চূড়ান্ত মতামত)